মেহেরপুরে হিরোইনসহ আটক ১

মেহেরপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে হিরোইনসহ জসীম উদ্দীন নামের এক জন আটক।

আজ মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার হরিরামপুর বাজিতপুর সড়ক থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক জসীম উদ্দীন সদর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের এমাদুলের ছেলে।

জানা গেছে, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাসেমের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর বাজিতপুর সড়কে অভিযান চালান।
এ সময় জসিমকে আটক করার পর তার কাছ থেকে ৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

“বাংলাদেশের ষাট ভাগ সিমেন্টের চাহিদা মেটাবে বসুন্ধরা গ্রুপ”- এসকে জাহিদ

মেহেরপুর জেলা শহরে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের শুভ হালখাতা ১৪৩১ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৪ জুন) দুপুরে বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের পরিবেশক জি. এন এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্ত্বাধিকারী মো: গোলাম শহীদ (শাহেদ) ও মো: গোলাম মোর্শেদ (চন্দন) এর নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শুভ হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

শুভ হালখাতা আয়োজন উপলক্ষ আয়োজিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেসার্স জিএন এন্টারপ্রাইজের স্বতাধিকারী মোঃ গোলাম শহিদ(শাহেদ)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের ডিএমডি এস কে জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে, বসুন্ধরা গ্রুপের ডিএমডি এসকে জাহিদ বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের কোনো পণ্যের মানের দিক থেকে কখনো কম্প্রোমাইজ করেনা। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান যেটা ধরেন সেটাতেই সোনা ফলে। তিনি বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের প্রোডাকশন প্লান আরো উন্নত করা হচ্ছে। আগামীতে বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট বাংলাদেশের চাহিদার শতকরা ষাট ভাগ মেটাবে। দেশের সব সিমেন্ট কোম্পানী বন্ধ হলেও আগামী ১০০ বছরে বসুন্ধরার সিমেন্ট উৎপাদন বন্ধ হবেনা। ব্যবসায়ীদের বসুন্ধরা গ্রুপের সাথে ব্যবসা আরও সস্প্রসারণ করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, আগামীতে বসুন্ধরা গ্রুপ রড ফ্যাক্টরি স্থাপন করবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সিএসও শাহ জামাল সিকদার, সাউথ বেঙ্গলের ডিজিএম শাহাদাত হোসাইন, জোনাল হেড জাফরুল ইসলাম, ডিভিশনাল ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার মাসুদ সালাউদ্দিন।

হালখাতা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেসার্স জিএন এন্টারপ্রাইজের স্বতাধিকারী মোঃ গোলাম শহীদ(শাহেদ) ও মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজের পরিবেশক মোঃ গোলাম মোরশেদ (চন্দন) বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর স্থানীয় রিটেইলার বৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং স্থানীয় ঠিকাদার বৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট এর গুণগত মান এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্য সহ বাংলাদেশের উন্নয়নশীল প্রকল্পে বসুন্ধরা সিমেন্ট ও কিং ব্যান্ড সিমেন্ট এর অবদান তুলে ধরা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে রিটেইলার বৃন্দদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এর আগে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

গাংনীতে সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রীকে যৌণ হয়রানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌণ হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। তবে, এ ধরনের গুরতর অভিযোগ ওঠার পরেও অভিযুক্ত শিক্ষক মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেইনি বিদ্যালয় কতৃর্পক্ষ।

ওই শিক্ষকের নাম মিরাজুল ইসলাম। তিনি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর নিয়োগকৃত শিক্ষক। তিনি ২০১৯ সালে ওই বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) বিষয়ক শিক্ষক।

জানা গেছে, গত বুধবার ওই বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম একটি কক্ষে একা পেয়ে জোরপূর্বক তার শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে হাতে দেন। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে ওই ছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত না হয়ে ছাত্রী কমন রুমে অবস্থান নেই। বিষয়টি এক কান দোকান করতে করতে সবাই জানাজানি হয়।

বাওট সোলাইমানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার জানান, ভিকটিম ক্লাসে না এসে ছাত্রী কমনরুমে বসে ছিল। অন্যান্য ছাত্রীরা আমাকে জানানোর পর আমি তার সাথে কথা বলতে গেলে শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম তাকে যৌণ হয়রানি চালিয়ে বলে আমাকে জানায়। তিনি বলেন, এঘটনার পর অভিযেুক্ত শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম আর স্কুলে আসেনি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন বলেন, বিষয়টি জানার পরে আমি তাকে মৌখিকভাবে বহিস্কার করেছি। এছাড়া তার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের কাছে জানানো হবে। ওই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার কথা ছিল। এজন্যও একটু দেরি হয়েছে বলে জানান তিনি। ঘটনার পাঁচ দিনে পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক বলেছেন, আমি ওপেন হার্ট করা মানুষ। কালকে বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তপক্ষের কাছে

জানাবো।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি সাহাবুদ্দীন জানান, ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর আমি প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চেয়েছি। ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। এছাড়া ভিকটিমের বড় বোন আমাকে মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানিয়ে বিচার দাবি করেছেন। আমি সে বিষয়টিও প্রধান শিক্ষকের কাছে বলেছি।

এদিকে শিক্ষক মিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রীদের যৌণ হয়রানির চেষ্টার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। তার এলাকাতেও এধরনের অনৈতিক কাজের একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিচার দাবী ও বিদ্যালয় থেকে বহিস্কারের দাবী জানান অভিভাকরা।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা শোনানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার প্রয়াসে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে বীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন বীরত্বগাথা কথা শোনানোর অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতার মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল দশটার দিকে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্প জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা শোনানোর অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনা বাস্তবায়ন প্রকল্পের পরিচালক উপসচিব ডঃ মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি উজ্জ্বল কুমার দত্ত । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ও নতুন প্রজন্মের কাছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গল্প শোনেন মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ ।

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা ও দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর সংর্বধনা অনুষ্ঠান, দায়িত্ব হস্তান্তর ও দায়িত্ব গ্রহণ এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সংবর্ধনা দায়িত্ব হস্তান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ এবং সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলামের

সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক এবং মহাজনপুর ইউনিয়নের ৩ বারের নির্বাচিত (সাবেক) চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি বিএম জাহিদ হাসান রাজিব, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুনসহ উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবমহিলালীগ, কৃষকলীগ সহ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের পক্ষ হতে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে সংবর্ধনা জানান উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

পরে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের হাতে পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় এবং নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান আগামী পাঁচ বছরের জন্য উপজেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর সভাপতিত্বে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে আফ্রিকান প্রজাতির ৮ লক্ষ টাকা মুল্যের পাখি জব্দ

ভারতে পাচারের উদ্যোশ্যে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা ৮টি আফ্রিকান বিরল জাতের “ওপেন বিল” পাখি উদ্ধার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) মেহেরপুর সিপিসি-৩ সদস্যরা। পরে ভ্রাম্যমান আদালত

বসিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আটককৃত চালক আশরাফ আলী বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার নলবুনিয়া গ্রামের মত নুর ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, রোববার (২ জুন) দিবাগত রাতে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা নামক স্থান থেকে একটি প্রাইভেট কার যার নম্বর ঢাকা (মেট্রো-গ ২৭-৩৭৩৮) থেকে পাখিগুলো উদ্ধার করা হয়। এসময় প্রাইভেট কারের চালক আশরাফ আলীকে আটক করা হয়।

র্যাব-১২ এর সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার মনিরুজ্জামান এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

পরে রাত পৌনে ১২ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করলে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ও জব্দকৃত পাখিগুলো ঢাকা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক কতৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ দেন।

র্যাব-১২ এর সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার কমান্ডার মনিরুজ্জামান বলেন, পাখিগুলো দু’টি কাঠের তৈরি বক্সে করে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে প্রাইভেট কার যোগে ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে মুজিবনগরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গাংনী উপজেলার চোখতোলা নামক স্থান থেকে পাখিগুলোসহ বহনকারী প্রাইভেট কারের চালককে আটক করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতম সাহা বলেন, পাখি বহনের অনুমোদনের কাগজপত্র ও বিদেশী পাখির পায়ে কোন রিং বা ট্যাগ না থাকায় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন-২০১২ এর ৩৯ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

এসময় র্যাব-১২ এর সিপিসি-৩ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, মেহেরপুর জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এসএফএনটিসি) এসটি হামিম হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

বন কর্মকর্তা এসটি হামিম হায়দার জানান, পাখিগুলোর নাম আফ্রিকান ওপেন বিল। পাখিগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮ লাখ টাকা।

পাখিগুলো ঢাকা বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক কতৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কু*পি*য়ে জখম

গাংনী উপজেলার মহব্বতপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনায় বাড়ির উপর গিয়ে মেজর (৩২) নামের এক ব্যক্তিকে ধারাল দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ।

গুরতর জখম মেজর মাথায় ১৮ টি সেলাই নিয়ে এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্ের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আহত মেজর মহব্বতপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে।

আহত মেজর জানান , বাড়ির পাশে পথের ধারেই আমার প্রতিবেশী হারান আলীর ছেলে মেজবার আলীর বাঁশ বাগান রয়েছে। একটি বাঁশ পথের উপর হেলে পড়াই পথচারিরা নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছিল। গতকাল দুপুরে পথটি পরিস্কার করার জন্য হেলে পড়া বাঁশটি কেটে বাগানেই রেখে দিই। বিকালের দিকে বাঁশ বাগানের মালিক মেজবার আলী হাতে ধারালো দা হাতে আমার বাড়িতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আমার মাথায় কোপ মারে। এতে আমি রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে মেজবার পালিয়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস বলেন , আহত মেজরের মাথায় ১৮ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান , মেজবার আলী পেশায় ভ্যান চালক। এর আগে গরু ও ছাগল চুরির অপরাধে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠক হয়েছে।

শালিস বৈঠকে সে একাধিকবার জরিমানা দিয়েছে। এছাড়া গাংনীতে আলগামন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এলাকার অনেক মানুষকে বিনা কারনে সে মারধর করে থাকে। তার ভয়ে এলাকার মানুষ কথা ও প্রতিবাদ করতে সাহষ পাইনা।

মেজরকে জখম করার অপরাধে গাংনী থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভিকটিম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হিট অ্যাকশন ডে উপলক্ষে মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট বিভিন্ন কর্মসূচি

হিট অ্যাকশন ডে উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের বর্ণাঢ্য র্যালি, নাটক প্রদর্শন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদের মিলনায়তন থেকে র্যালিটি বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে শেষ হয়। পরে সেখানে Heat Action Day উপলক্ষে নাটক প্রদর্শন করা হয়।

এ সময় র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগ সহ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর বিকেলে Heat Action Day উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সভাপতি আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য খন্দকার শামসুজ্জোহা সোহাগের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার একরামুল হীরা, মেহেরপুর মহিলা কলেজর সাবেক প্রভাষক নুরুল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী এহসান শফিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তালহা জুবায়ের এর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

খ গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী সাজিদ আহমেদের হাতে তুলে দেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী তানিছা তাসনিমের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কক্ষেই মারা গেলেন সহকারী শিক্ষিকা

প্রশিক্ষণ কক্ষেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা মূর্শিদা খাতুন মৌসুমী (৪২)।গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে গাংনী উপজেলা রির্সোস সেন্টার (ইউআরসি) এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

মূর্শিদা খাতুন মৌসুমী গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি একই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য রাসেল আহমেদ মামুনের স্ত্রী।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়া মোহম্মদ আহসান মাসুম বলেন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ-২০২৪ এর আওতায় তিনদিন ব্যাপি শিক্ষকেদর প্রশিক্ষণ চলছে। আজ ছিল প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন। ঘটনার সময় শিক্ষিকা মৌসূমীর পাঠ প্রদর্শন চলছিল। পাঠ প্রদর্শণ চলা অবস্থায় অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এসময় অন্যান্য সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, গাংনী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা অফিসার (এটিও) আরিফুল ইসলাম ও মেহেরপুর পিটিআই এর প্রশিক্ষক আনিছুর রহমান প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, ওই শিক্ষিকা হাসপাতালের আসার আগেই মারা গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে হার্ট এট্যাক হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্বারকলিপি প্রদান

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবিতে ২০৬টি সংগঠনের পক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের পক্ষ থেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের হাতে স্বারকলিপি তুলে দেন জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম।

এসময় জাতীয় কন্য শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নার্গিস সুলতানা, সদস্য আজিজুল হক রানু, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন।

স্বারকলিপিতে বলা হয়, আপনার (প্রধানমন্ত্রী) বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনার আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতা নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ পদসমূহে নারীর সক্রিয় উপস্থিতিতে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের কাছে অনুসরণীয়।

আমরা জানি, বিগত তিন দশকে ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১’, ‘পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন২০১০’, ‘নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধিত)’, ‘হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২’, তৃতীয় লিঙ্গের আইনি স্বীকৃতি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭’-সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। এরপরও, স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। পরিবারে, সামাজিক পরিসরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যানবাহনে কোথাও এদেশের নারী ও শিশুরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার একটি বড় অংশ হচ্ছে-যৌন হয়রানি ও নির্যাতন। রাস্তাঘাট, গণপরিবহন, জনসমাগমস্থল, এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও এই যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। সম্প্রতি সহপাঠীদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা, ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষার্থীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। একইসাথে বিভিন্ন স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ, গণপরিবহন, রেলস্টেশনে যৌন হয়রানির ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে যেগুলো বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, যৌন হয়রানি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইন না থাকার কারণে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে এধরনের সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলেছে।

অনলাইনেও হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারী ও শিশুরা। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ- পুলিশ সাইবার সাপোর্ট সেন্টার ফর উইমেনের (পিসিএসডাবি−উ) তথ্য অনুসারে, বিগত ১৫ মাসে অনলাইনে ভুয়া আইডি (পরিচয়) খোলা, আইডি হ্যাক, প্রতারণা, মুঠোফোনে হয়রানি ও আপত্তিকর আধেয় বা কনটেন্ট ছড়ানোর সাড়ে ১২ হাজারের বেশি অভিযোগ এসেছে। এ বাস্তবতা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে,

যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য অনতিবিলম্বে সুনির্দিষ্ট একটি আইন প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাঁরা সুরক্ষা ও প্রতিকার পেতে পারেন। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ৭০টি জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা এবং ২৮টি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে।

সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায়, ২০২৩ সালে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন মোট ৩৮৫ জন, যার মধ্যে ১১১ জন নারী এবং ২৭৪ জন কন্যাশিশু। অন্যদিকে গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (ওসিসি) তথ্য বলছে, বিগত ২৩ বছরে এই সেন্টার থেকে শারীরিক ও যৌন নির্যাতন এবং দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় ৬২ হাজারের বেশি নারী ও শিশু সহায়তা পেয়েছে। মামলা হয়েছে মাত্র ১৯ হাজার ৪৪১টি। এর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ এর ক্ষেত্রে রায় হয়েছে এবং সাজা কার্যকর হয়েছে ১ শতাংশের কম।

ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের কাছে যৌন সহিংসতার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পূর্ণাঙ্গ কোনো আইন না থাকায় ভুক্তভোগীরা মানসিক, শারীরিক, আর্থিক এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা মনে করি সহিংসতা ও যৌন হয়রানির এই ভয়াবহ বাস্তবতার পেছনে যথাযথ বিচার না হওয়া এবং বিচার না পাওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। আমরা আরও মনে করি, যৌন হয়রানির ঘটনার বিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে একটি বড় অস্তরায়। এই সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য প্রয়োজন একটি যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট আইন, যা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক বিষয়টিও সুনিশ্চিত করবে।

এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম-সুযোগ ও সম-অধিকার নিশ্চিত করবার বিধানটিকেও নিশ্চিত করবে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আমরা সর্বত্রচিত্তে আপনার কাছে প্রত্যাশা করি, একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইন ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন‘ অতিসত্ত্বর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সু¯পষ্ট অঙ্গীকার ‘কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা’র যে প্রতিশ্রুতি, সেটা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

আমাদের জোরালো দাবি আপনার নেতৃত্বেই যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন অতিসত্বর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবে, যার মাধ্যমে নারী ও শিশুদের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং সর্বস্তরে সংঘটিত যৌন সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুরা আইনের আশ্রয় লাভ করতে পারবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।